রাষ্ট্রভাষার প্রথম সোপান

অধ্যাপক রেবতীরঞ্জন সিংহ

প্রাদেশিক সঞ্চালক

বঙ্গীয় রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি

বিশেষ সভ্য—নিঃ ভাঃ হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন,

সভ্য এবং পরীক্ষক—ওয়ার্ধা রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড

১বি রসা রোড, কলিকাতা ২৫

ভূমিকা

হিন্দী ভাষা যে উত্তর ভারতের জনগণের ভাষাগত পার্থক্যকে স্বাভাবিক ভাবেই দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং দক্ষিণ-ভারতের তীর্থস্থান ও প্রধান প্রধান নগরে ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে এক হিন্দীই যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত, এ কথা যিনিই ভারতবর্ষে কিছু পরিমাণও ভ্রমণ করিয়াছেন তিনিই স্বীকার করিবেন। হিন্দী হইতেছে আর্য্যাবর্ত্তের অর্থাৎ আর্যভাষী উত্তর-ভারতের মধ্যদেশের ভাষা, দিল্লী-মেরঠ (মীরাট) অঞ্চলের ভাষা। স্মরণাতীত কাল হইতে এই মধ্য-দেশের ভাষা লৌকিক সংস্কৃত রূপে, শৌরসেনী প্রাকৃত রূপে, পালি রূপে (পালি যে মগধের ভাষা নয়, মধ্যদেশের ভাষা, এই মতবাদ এখন সাধারণতয়া গৃহীত হইতেছে), শৌরসেনী অপভ্রংশ রূপে, ও পরে মুসলমান আমলে ব্রজভাষা রূপে ও খড়ী বোলী বা হিন্দুস্থানী রূপে, সমগ্র আর্য্যভাষী জনগণের মধ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা রূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গৃহীত হইয়া আসিয়োছে। হিন্দীর এই নিখিল ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠা আজকালকার ব্যাপার নহে। প্রাচীণ সংস্কৃতের পরে, আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে মাত্র হিন্দীই অখণ্ড ভারতের ঐক্যের প্রতীক স্থানীয় ভাষা। এই কথাটী, ব্রিটিশ আমলে আমাদের দেশে জাতীয় আন্দোলনের সুত্রপাত হইতে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশেরই মনস্বী চিন্তা নেতারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; সেইজন্য ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন এবং ৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিখিল ভারতের ঐক্যবিধায়িনী ভাষারূপে হিন্দীরই আবাহন করিয়াছিলেন ১৯০৫ সালে দূরদর্শী কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশীয় যুগে, হিন্দীতেই জাতীয় সঙ্গীত "ভৈয়া দেশ কা য়হ ক্যা হাল"

রচনা করিয়াছিলেন। হিন্দী যত লোক বলিতে ও বুঝিতে পারে. এবং ইহাকে ও ইহার মুসলমানী রূপ উর্দুকে যত লোক সাহিত্যের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এই উভয় শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ধরিলে, হিন্দীকে পৃথিবীর তৃতীয় ভাষা বলিতে হয়—উত্তর চীনা ও ইংরেজীর পরেই হিন্দীর স্থান। বাঙ্গালা ভাষার স্থান পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষা-গুলির মধ্যে (হিন্দীকেও ধরিয়া) অষ্টম।

ভারতবর্ষের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস অতি সমীচীন ভাবেই হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দিয়াছেন। এই মর্য্যাদা দান আর কিছুই নহে— যাহা সত্যকার রাষ্ট্রভাষা বা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা, তাহকেই স্বীকার করিয়া লওয়া মাত্র। তবে উত্তর ভারতের মুসলমান-দিগের প্রতি তাকাইয়া গান্ধীজী হইতে আরম্ভ করিয়া কিছু পরিমাণ কংগ্রেসের নেতা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উর্দু মিশ্র (অর্থাৎ অনাবশ্যক আরবী ফারসী শব্দ মিশ্র) হিন্দীর প্রতি একটু বেশী দরদ দেখাইয়া আসিয়াছেন! কিন্তু ভারতের বেশীর ভাগ "জনতা" অর্থাৎ জন-সাধারণ দেবনাগরী লিপিতে লিখিত শুদ্ধ সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দময় হিন্দীরই প্রতি টান দেখাইতেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীর মধ্যে হিন্দীর প্রচার হওয়া উচিৎ। নেতাজী সুভাষ বসুর নিখিল ভারত জোড়া প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ ছিল, হিন্দী ভাষার উপর তাহার পূর্ণ অধিকার। এই ভাষায় মনোজ্ঞভাবে বক্তৃতা দিবার শক্তি তাঁহার ছিল! হিন্দী শেখা কঠিন কাজ নহে। দেবনাগরীর সঙ্গে শতকরা ৯০এর অধিক হিন্দু বাঙ্গালী ছাত্র ও "ছাত্রা" (উচ্চ ইংরেজী স্কুলের উঁচু শ্রেণী পর্য্যন্ত যাহারা পড়িয়াছে তাহারা) সংস্কৃত পাঠের কল্যাণে পরিচিত। হিন্দী শিক্ষার পথ ইহাদের জন্য উন্মুখ রহিয়াছে

তথাপি মাতৃভাষার লিপির মাধ্যমে মাতৃভাষার ভগিনী-স্থানীয় এই ভাষাকে আয়ত্ত করা আরও সহজ হয়। এই ধারণায় বর্ত্তমান "রাষ্ট্রভাষার প্রথম সোপান" বইখানি লিখিত হইয়াছে। হিন্দীতে বাঙ্গালা লিপির সাহায্যে কিঞ্চিৎ প্রবেশ অতি শীঘ্রই হইয়া যাইতে পারিবে ; তাহার পরে শিক্ষার্থী কেবল দেবনাগরীর সহায়তায় এই ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে।

এই পুস্তকের রচয়িতা সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত রেবতীরঞ্জন সিংহ হিন্দীভাষায় বিশেষ প্রাবীণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন—হিন্দী "মুহাবরা অর্থাৎ বাক্যভঙ্গী অনুসারে, হিন্দীভাষাকে পুরাপুরা "আপনাইয়াছেন" ইঁহার শিক্ষাদীক্ষা সমস্তই মধ্যদেশে—আধুনিক সংযুক্ত প্রদেশের পশ্চিম অংশে—হইয়াছে। মথুরা, বৃন্দাবন, আগরা, দিল্লী, লখ্নৌ প্রভৃতি স্থানে, যেখানে হিন্দী শুদ্ধভাবে কথিত ও লিখিত হয়, সেই সব নগরে ও অন্য বহু ক্ষেত্রে ইনি কাটাইয়া আসিয়াছেন, হিন্দী ভাষায় কতকগুলি বিশেষ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ কলিকাতা ও বঙ্গদেশের মধ্যে হিন্দী প্রচার কার্য্যে ইনি আত্মনিয়োজিত হইয়াছেন। উপস্থিত ইনি বঙ্গীয় রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির প্রাদেশিক সঞ্চালক। ইঁহার হিন্দীভাষা জ্ঞানের ও শুদ্ধ হিন্দীতে লিখন, কথোপকথন ও বক্তৃতাদানের শক্তি, বাঙ্গালীর মধ্যে দুর্লভ বটেই, বাঙ্গালার বাহিরে শুদ্ধ হিন্দী-ভাষী প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত যাঁহারা নহেন এমন বহু অবাঙ্গালী হিন্দী ব্যবসায়ীর মধ্যেও দুর্লভ। বড়ই আনন্দের বিষয়, নিজ প্রদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য ইনি এই প্রাথমিক বইখানি রচনা করিয়াছেন। আমার মনে হয়, বাঙ্গালা লিপির সাহায্যে দ্রুত অগ্রগতিতে ছাত্রেরা সাহায্য পাইবে। বহুদিন পূর্ব্বে উর্দু বা মুসলমানী হিন্দী শিখাইবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় একখানি অতি উপযোগী পুস্তক রচিত হয়—

লেখকের নামটী ভুলিয়া যাইতেছি—বইখানির নাম "উর্দু-উপদেশ"। আমার নিজের উর্দু ভাষায় প্রাথমিক প্রবেশের সময়ে এই বই হইতে যথেষ্ট সহায়তা, প্রায় চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল হইয়া গেল, আমি পাইয়াছিলাম।

আশাকরি রেবতীবাবুর বইও সেইভাবে অনেক বঙ্গ সন্তানকে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা দেবনাগরী হিন্দী ভাষার সহিত পরিচয় করাইতে সহায়তা করিবে এবং এই বইয়ের যথোচিত প্রচার হইবে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
অখিল ভারতীয় হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন
চতুস্ত্রিংশ অধিবেশনের রাষ্ট্রভাষা পরিষদের
সভাপতি ও বঙ্গীয় রাষ্ট্রভাষা প্রচার
সমিতির সভাপতি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১লা আশ্বিন
১৩৫৪।২০০৪ ॥

दो शब्द

साहित्याचार्य्य श्रीरेवतीरंजन सिन्हा जीकी कृतिको मैं जहाँ-तहाँसे देख गया हूँ। अक्षरशः न पढ़ सकनेमें, लिखित बङ्गलाको पढ़ सकनेके अभ्यासका न होना ही एक मात्र कारण रहा है। पुस्तक मुद्रित रूपमें सामने आने तक इस इच्छाको रोकना ही पड़ेगा।

रेवतीरंजन जी पुराने राष्ट्रभाषा प्रचारक और अध्यापक हैं। उन्होंने यह पुस्तक अपने पिछले कई वर्षके अनुभवके आधारपर लिखी है। मुझे आशा है कि बङ्गला भाषा-भाषी भाई इस पुस्तक को विशेष उपयोगी पायेंगे।

बङ्गालने बहुत बातोंमें भारतके अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा अपनी विशेषता सिद्ध की है। समय आ गया है कि वह राष्ट्रभाषाको अपनाने और उसपर अधिकार प्राप्त कर सकनेकी भी अपनी योग्यताका परिचय दे।

आशा है रेवतीरंजन जीकी यह पुस्तक राष्ट्रभाषाके विद्यार्थीयोंको अच्छा मार्ग-दर्शन करा सकेगी।

आनन्द कौसल्यायन
मन्त्री
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा

२४।४।४७

শিক্ষার্থীদের প্রতি ঃ—

রাষ্ট্রভাষার প্রচার বাঙ্গলাদেশে আজ বহুদূর পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছে আর এটুকু একবাক্যে বলা যেতে পারে যে কয়েক বছরের মধ্যে সমস্ত বাঙ্গলা এই রাষ্ট্রভাষাকে সাদরে গ্রহণ করবে। একটা নতুন ভাষা শিখতে গেলে তার ব্যাকরণ ঠিকমত না জানলে ভাষাটা শেখা হয় না, হয় শুধু জানা। রাষ্ট্রভাষা মানে এখানে যাকে হিন্দী হিন্দুস্থানী বলে ধরা হচ্ছে—আমাদের বাঙ্গলাভাষার সঙ্গে এত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট যে আমাদের ঐ ভাষা বুঝতে বা বলতে কোন কষ্ট হয় না, যদি আমরা মোটামুটি নিয়মগুলি আয়ত্ব করতে পারি। যেমন, ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন, লিঙ্গভেদ ইত্যাদিতে আমরা গোলমাল করে ফেলি তাই শুদ্ধ ভাবে আমরা বলতে বা লিখতে পারি না। রাষ্ট্রভাষার নবীন শিক্ষার্থী-দের এই হয় মুস্কিল! যাতে অল্প সময়ে ও সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রভাষার বিভিন্ন নির্দিষ্ট বিষয় তারা আয়ত্ব করতে পারেন, তারজন্য যতটুকু শেখা আবশ্যক ততটুকু আলোচনাই এই বইতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ছাত্রবর্গ যেন এই পুস্তকের স্বল্পায়তন দেখে আশ্চর্যান্বিত না হন কারণ রাষ্ট্রভাষার সমস্ত প্রধান নিয়মগুলি এর মধ্যে আছে—আর দীর্ঘাকৃতির ব্যাকরণের বাইরের আকার যদি সত্যিকারের সমাধান না করতে পারে তাহ'লে তার কি লাভ। এই বই-এ প্রাঞ্জল ভাষায় রাষ্ট্রভাষার সারবস্তু যতদূর সহজবোধ্য করে তোলা যায়, করা হয়েছে। চল্‌তি উর্দু কথাও এর মধ্যে আছে। এখন বইখানি যাদের জন্যে লেখা, রাষ্ট্রভাষা শেখার কাজে এইটি উপকারে আস্‌লে, যেটা আশাকরি নিশ্চয়ই আসবে, আমার সমস্ত চেষ্টা সার্থক হবে।

বইটি রচনা করবার সময় মূল্যবান উপদেশ, ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন ও সারগর্ভিত ভূমিকা লিখে দেওয়ার জন্যে পরম শ্রদ্ধাস্পদ

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিষয়ে কিছু লিখলে সূর্য্যকে আলো দেখানো হবে।

আমার পরম সুহৃদ শ্রীঅমল সরকার, এম, এ, বই-লেখা ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন আর তার বিনিময়ে একটুখানি ধন্যবাদ জানিয়ে নিষ্কৃতি পেতে রাজী নই।—

শ্রীপঞ্চমী—১৩৫৩
হিন্দী প্রচার পুস্তকালয়
কালীঘাট, কলিকাতা ।

—রেবতীরঞ্জন সিংহ

It is a pleasure for me to learn that Mr. Revati Ranjan Sinha, our "old boy", is doing good work in Bengal. * * * He is spreading the knowledge of Hindi. That is to say he is helping Bengalies and Hindi speaking people to fraternize. I hope, he will further strengthen the spirit of our institution bv seeking and promoting cooperation among Hindus and Muslims. * * *

27. 5. 47 —Raja Mahendra Pratap

বর্ণপরিচয় ও উচ্চারণ

১। স্বরবর্ণ

প্রথম পাঠ

দেবনাগরী	আধুনিক	চিহ্ন	বাং উচ্চারণ	ইং উচ্চারণ	উদাহরণ
अ	अ	-	আ্	u (ă)	But
आ	आ	ा	আ	ā	Car
इ	अि	ि	ই	i	Pin
ई	अी	ी	ঈ	ee	Bee
उ	अु	ु	উ	u̇	Put
ऊ	अू	ू	ঊ	oo	Noon
ऋ	अृ	ृ	ঋ	ri	Rib
ए	अे	े	এ	a	Game
ऐ	अै	ै	য়্যায়্	à	Pad
ओ	ओ	ो	ও	o	Go
औ	औ	ौ	অ'	aw	Paw

২। ব্যাঞ্জনবর্ণ

ক	চ	ট	ত	প
খ	ছ	ঠ	থ	ফ
গ	জ	ড	দ	ব
ঘ	ঝ (ঝ)	ঢ	ধ	ভ
ঙ	ঞ	ণ (ণ)	ন	ম
	য	র	ল	ব
	শ	ষ	স	হ

ড় ঢ়

ণ ড়ঁা ṛă   য ইয়া yă   ব ওয়া wă ব্া

৩। বিদেশী উচ্চারণ

ক় খ় গ় জ় ফ়

দ্রষ্টব্য :—১। হিন্দী-উর্দু মাতৃভাষীর নিকট পার্থক্য বুঝিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। ব্যঞ্জনবর্ণের নামগুলি বলিবার সময়ে Butএর uএর উচ্চারণ করিতে হইবে (অর্থাৎ হ্রস্ব ă)।

যথা—ক = Kă (বাংলার ক নহে) খ = Khă ইত্যাদি।

৪। সংযুক্তাক্ষর

क्क (क्क)	ञ्च	ण्ट	म्प
क्ख	ट्ट	द्द	ब्ब
ग्घ	ट्ठ	द्ध	प्प
ङ्क	क्त	द्व	द्य
च्च (च्च)	ज्ञ	क्प (त्त)	न्न
च्छ	त्थ	स्प	श्र
ज्ज	त्त	ष्प	ध्य
स्त्र	न्त्र	क्ष्म	ज्ज्व

৫। ं এর বিভিন্ন ব্যবহার

ঁ রূপে — में, मैं, गांद्, नहीं।
ঙ ,, — अंक, शंख, मंगल।
ঞ ,, — चंचल, वांछा, पंजिका।
ণ ,, — कंटक, कंठ, डंडा।
ন ,, — दंत, संथाल, संधान।
ম ,, — कंप, लंबा, कुंभ।

শ, ষ, স, হ এর পূর্ব্বে এবং শব্দের অন্তে বিন্দুর অবস্থান হইতেছে ং এর মত। কিন্তু হিন্দীতে এই অনুস্বারের উচ্চারণ বাঙ্গালার মত হয় না—ন এর মত হয়—**अंश**—আন্‌শ্‌, **संसार**—সন্‌সার **वरं**—বরন।

৬। শব্দোচ্চারণ

गप গ্াপ্ gup, बन ব্ান্ bun, यश য়্াশ্ yush,
पतन প্াত্ান্ putun, शयन শা্য়া্ন্ shuyun
मतलब ম্াত্লাব্ mutlub, शरबत শা্র্ব্াত্ shurbut,
यक्ष য়াক্ষ্ yuksh, सह्य suhyu
(jokko, zoikkho নহে) (shojjho, shoizzo নহে)

দ্বিতীয় পাঠ

সাধারণ নিয়ম

১। রাষ্ট্রভাষায় কেবলমাত্র দুইটী লিঙ্গ ও দুইটী বচন হয়।

২। কর্ত্তার লিঙ্গ-বচনানুসারে ক্রিয়ার (অতীতের সকর্ম্মক ক্রিয়া ভিন্ন), বিশেষ্যের লিঙ্গ বচনানুসারে বিশেষণের এবং সম্বন্ধ কারকে অধিকৃত বস্তুর লিঙ্গ-বচনানুসারে অধিকারীর সহিত যুক্ত বিভক্তির রূপ পরিবর্ত্তিত হয়।—

राम आता है—सीता आती है ; लोग जाते हैं—लड़कियाँ जाती हैं।
अच्छा लड़का—अच्छी लड़की ; अच्छे लड़के—अच्छी लड़कियाँ।
रामका घोड़ा—रामकी घोड़ी ; रामके घोड़े—रामकी घोड़ियाँ।

৩। বিশেষ্য এবং অতীত কালের ক্রিয়ার রূপ ছাড়া যে কোন ক্ষেত্রে পুংলিঙ্গ একবচন আকারান্ত হইলে বহুবচন একারান্ত এবং স্ত্রী লিঙ্গ এক বা বহুবচনে ঈকারান্ত হইয়া যায়।

সূত্র ঃ—পুং | এক—আ
,, | বহু—এ
স্ত্রীং | এক-বহু—ঈ

তৃতীয় পাঠ

লিঙ্গ

অচৈতন্য, জড়-পদার্থের লিঙ্গ ধার্য্য করা কঠিন, তথাপি পুস্তক পাঠ, লোকমুখে শ্রবণ ও অভ্যাস করা ছাড়া সাধারণ কয়েকটি নিয়ম দেওয়া হইল ঃ—

পুংলিঙ্গ

১। (অ) দেশ, পর্ব্বত ও সমুদ্রের নাম।

(আ) গ্রহের নাম। ব্যতিক্রম—পৃথ্বী।

(ই) সময়-বিভাগের নাম। ব্যতিক্রম—রাত, ঘড়ী, বেরা, সাঁঝ, শাম।

(ঈ) ধাতুর নাম। ব্যতিক্রম—চাঁদী।

(উ) রত্নের নাম। ব্যতিক্রম—মণি, চুন্নী।

(ঊ) গাছের নাম। ব্যতিক্রম—ইমলী, বেরী, নীম।

(ঋ) শস্যের নাম। ব্যতিক্রম—অরহর, মূঁগ, মসূর, জুআর।

(ঌ) তরল পদার্থের নাম। ব্যতিক্রম—ছাছ, কাঁজী।

(এ) অক্ষরের নাম। ব্যতিক্রম—ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ।

স্ত্রীলিঙ্গ

। (অ) ভাষা, নদী ও হ্রদের নাম। ব্যতিক্রম—ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু।

(আ) তিথির নাম।

(ই) নক্ষত্রের নাম।

(ঈ) মশলার নাম। ব্যতিক্রম—কপূর, তেজপাত।

(উ) খাদ্য দ্রব্যের নাম। ব্যতিক্রম—ভাত, রায়তা, হলুআ, লড্ডূ।

৩। (ক) সাধারণ বিদেশী শব্দ :—

পুং—সোডা, ডেল্টা, কৈমরা, কৌমা, ঐলজৈবরা।

স্ত্রীং—কম্পনী, কমেটী, চিমনী, গিনী, লাইব্রেরী, জ্যোমেট্রী, অলমারী।

(খ) রাষ্ট্রভাষার শব্দের লিঙ্গানুসারী :—

পুং—কোট, বূট, নম্বর।

স্ত্রীং—ট্রেন, ফীস, কানফ্রেন্স, মীটিংগ।

৪। রাষ্ট্রভাষায় কয়েকটি সংস্কৃত তৎসম এবং তদ্ভব শব্দের লিঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে :—

পুং—তারা, দেবতা।

স্ত্রীং—অগ্নি, আগ, আয়ু, জয়, বস্তু, রাশি, ঔষধি, তাঁত বাঁহ, বূঁদ।

৫। মনুষ্যেতর প্রাণিবাচক অনেক শব্দ কেবলমাত্র **পুং অথবা** স্ত্রীলিঙ্গ হয় :—

পুং—ভেড়িয়া, চীতা, পক্ষী, উল্লূ, কছুআ, খটমল।

স্ত্রীং—গিলহরী, চীল, কোয়ল, তিতলী, মক্‌খী, জোঁক।

৬। বিরাট, কঠোর, অত্যাবশ্যক, অনুপকারী, পৌরুষভাবাপন্ন শব্দ পুংলিঙ্গ এবং সৌন্দর্যাবোধক, কোমল, বশ্যতামূলক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, এতদ্ব্যতীত ঃ—

১। 'অ' এবং 'আ'কারান্ত শব্দ (স্বল্পতাবোধক ছাড়া) পুংলিঙ্গ। 'ই' এবং 'ঈ'কারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। ব্যতিক্রম—বারি, গিরি, আদি, রবি, বলি, পানী, দহী, ঘী, জী, মোতী, বাকী, মহী।

২। আব, আর, আয়, আর, আল, আস, আন, পণ, অথবা পা অন্তের শব্দ পুংলিঙ্গ। ব্যতিক্রম—কিতাব, মিহরাব, শরাব তাব, আয়, সহায়, সরকার, তকরার, দূকান।

৩। ক্রিয়ার্থক শব্দ, 'ত্ব' প্রত্যয়ান্ত, জ, দ, ত্র, ন, ত্ব, তা, র, য় এবং কৃদন্তের অনান্তের শব্দ পুংলিঙ্গ। ব্যতিক্রম—পহচান, উড়ান, মুসকান।

৪। 'উ' এবং 'ঊ'কারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। ব্যতিক্রম—মধু, অশ্রু তরু, তালু, আলু, আঁসূ, টেসূ, নীবূ,।

৫। 'ত' 'তা' এবং 'তি' অন্তের শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। ব্যতিক্রম— দাঁত, খেত, সূত, গত, দেহাত।

৬। সংস্কৃত এবং উর্দুর 'আ'কারান্ত, ইমা, ধি, নি, অন্ত শব্দ, স্ত্রীলিঙ্গ ব্যতিক্রম—দগা, জমানা বগীচা।

৭। 'শ' এবং 'স অন্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। ব্যতিক্রম—তাশ হোশ, বাঁস, কাঁস, নিকাশ।

৮। 'ট', রট, হট অন্তের শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

৯। কৃদন্তের 'অ' অথবা 'ন'কারান্ত শব্দ স্ত্রীলি

১০। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের লিঙ্গ ধার্য্য করিতে (১) ক্রিয়া (২) বিশেষণ (৩) বিভক্তি-বিহীন বহুবচন রূপ (৪) আকারান্ত শব্দের বিভক্তি-সহিত একবচন অথবা বহুবচন রূপ ও (৫) সম্বন্ধ কারকের বিভক্তি চিহ্ন সাহায্য করিবে।

চতুর্থ পাঠ

বচন

প্রত্যেক শব্দের বহুবচনের দুইটী রূপ—১। বিভক্তি-রহিত ২। বিভক্তি-সহিত।

এই পাঠে কেবলমাত্র বিভক্তি-রহিত বহুবচন রূপ প্রদত্ত হইল। কারক শিক্ষার পর বিভক্তি-সহিত বহুবচন রূপ দেওয়া হইবে।

পুং		স্ত্রীং	
এক	বহু	এক	বহু
বালক	বালক	বহিন	বহিনেঁ
লড়কা	লড়কে	লতা	লতাএঁ
মুনি	মুনি	তিথি	তিথিয়াঁ
ভাঈ	ভাঈ	সখী	সখিয়াঁ
সাধু	সাধু	বস্তু	বস্তুএঁ
বাবূ	বাবূ	বধূ	বধূএঁ

১। পুংলিঙ্গ আকারান্ত শব্দ ছাড়া প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক এবং বহুবচন রূপ একই থাকে।

ব্যতিক্রম—১। সংস্কৃত আকারান্ত শব্দও অপরিবর্ত্তিত থাকে
২। সম্বন্ধ-জ্ঞাপক, উপাধি-বাচক, প্রতিষ্ঠা অথবা পদ-সূচক আকারান্ত শব্দও অপরিবর্ত্তিত থাকে।
ব্যতিক্রম—সালা, ভতীজা, বেটা, পোতা।

২। স্ত্রীলিঙ্গ ই এবং ঈকারান্ত শব্দে 'য়াঁ' এবং অন্যান্য সব ক্ষেত্রে 'এঁ' যোগ করিয়া বহুবচন করিতে হয়। বহুবচন করিবার পূর্ব্বে 'ঈ' কে 'ই' এবং 'ঊ' কে 'উ' করিয়া লইতে হয়।

২। স্বল্পতা বোধক আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে আনুনাসিক যোগ করিলে বহুবচন রূপ পাওয়া যাওয়া যায়।

৪। মনুষ্যবাচক পুংলিঙ্গ শব্দ ; যাহাদের এক বা বহুবচন একই প্রকার থাকে, সেই সব স্থলে 'লোগ' যোগ করা হয়।

৫। উর্দূ শব্দও হিন্দীর ন্যায় পরিবর্ত্তিত করিতে হয়, তথাপি (১) অপ্রাণিবাচক শব্দে 'আত' এবং (২) প্রাণিবাচক শব্দে 'আন' যোগ করিয়াও বহুবচন রূপ পাওয়া যায়। (৩) অনিয়মিত শব্দ :—অমীর-উমরা, কায়দা-করাইদ, হাল-অহৱাল, খবর-অখবার তালিব-তুলবা, হর্ফ-হুরূফ। (৪) অপরিবর্ত্তিত শব্দ :—সৌদা দরিয়া, মিয়াঁ।

পঞ্চম পাঠ

কারক

কারক ও তাহাদের বিভক্তির রূপ :—

১।	কর্ত্তা	০, নে	২।	কর্ম্ম	কো
৩।	করণ	সে	৪।	সম্প্রদান	কো
৫।	অপাদান	সে	৬।	সম্বন্ধ	কা, কে, কী
৭।	অধিকরণ	মেঁ, পর	৮।	সম্বোধন	হে, অজী, ও

বিভক্তির পরিবর্ত্তে কোন কোন কারকে সম্বন্ধ-সূচক শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রে অধিকারী এবং অধিকৃতের মাঝখানে 'কে' বিভক্তি ব্যবহার করিতে হয়।

করণ—দ্বারা, জরিএ, কারণ, মারে।
সম্প্রদান—প্রতি, লিএ, হেতু, নিমিত্ত, অর্থ, ৱাস্তে।
অপাদান—অপেক্ষা, বনিস্বত, সামনে, আগে।
অধিকরণ,—বীচ, মধ্য ভীতর, অন্দর, উপর।

ক ভাগ।

ব্যবহার :—

নে সকর্মক ক্রিয়ার অতীতকালের রূপের কর্ত্তায় যোগ করিতে হয় :—রাম দেখিল—রামনে দেখা, রাম দেখিয়াছে—রামনে দেখা হৈ, রাম দেখিয়াছিল—রামনে দেখা থা।

কো কর্ম, অনুভূতি, 'চাহিয়ে' ও 'মিলনা' ক্রিয়ার কর্ত্তার সহিত এবং সময় জ্ঞাপক শব্দের পর বেলা অর্থে যোগ করিতে হয়। সীতাকে দাও—সীতাকো দো, গোপালের কষ্ট হইতেছে গোপালকো কষ্ট হো রহা হৈ, রাধার ফল চাই—রাধাকো ফল চাহিয়ে, আপনার করা উচিৎ—আপকো করনা চাহিয়ে, কৃষ্ণ টাকা পায়—কৃষ্ণকো রূপয়া মিলতা হৈ, সন্ধ্যাবেলায় আসে—শামকো আতা হৈ।

সে দ্বারা, হইতে, চেয়ে ইত্যাদি অর্থে এবং বোলনা, কহনা ও পূছনা ক্রিয়ার কর্মে যোগ করিতে হয়ঃ বেতের দ্বারা মারো—বেতসে মারো, বাড়ী হইতে আসি—ঘরসে আতা হূঁ, মোহনের চেয়ে ভাল—মোহনসে অচ্ছা হৈ, যদুকে বল—যদুসে কহো, পিতা পুত্রকে বলিলেন—পিতা পুত্রসে বোলে, আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—হম আপসে পূছতে হৈঁ।

কা, কে, কী—১। অধিকৃত শব্দ পুং | এক হইলে আকারান্ত, পুং | বহু হইলে একারান্ত এবং স্ত্রী | এক-বহু হইলে ঈকারান্ত বিভক্তি হয়ঃ—সেঠকা ঘোড়া, সেঠকে ঘোড়ে, সেঠকী ঘোড়ী, সেঠকী ঘোড়িয়াঁ। ২। অধিকৃত শব্দ স্থান, স্থিতি ও সময় নির্দ্দেশ করিলে বহু বচন রূপ প্রযোজ্যঃ—সড়ককে পাস, ছতকে উপর, ইসকে বাদ। ব্যতিক্রম—তরফ, ওর, তরহ, ভাঁতি, নাইঁ রজহ। এই শব্দগুলি অধিকৃত রূপে ব্যবহৃত হইলে স্ত্রীলিঙ্গ রূপ প্রযোজ্য—ঘরকী তরফ, পুলকী ওর, রামকী তরহ,

ইত্যাদি। ৩। অধিকৃত শব্দ একবচন অথচ বিভক্তি যুক্ত হইলে প্রথম বিভক্তি বহুবচন রূপে ব্যবহৃত হয় ঃ—

শ্যামকা ঘর—শ্যামকে ঘরমেঁ।
রামূ কা বাগ—রামূকে বাগকা।
রাধাকা পুত্র—রাধাকে পুত্রনে।

খ ভাগ

বিভক্তি সহিত বহুবচন রূপ ঃ—

পুং		স্ত্রীং	
বালকনে	বালকোঁনে	বহিননে	বহিনোঁনে
লড়কেনে	লড়কোঁনে	লতানে	লতাওঁনে
মুনিনে	মুনিওঁনে	তিথিনে	তিথিওঁনে
ভাঈনে	ভাইওঁনে	সখীনে	সখিওঁনে
সাধুনে	সাধুওঁনে	বস্তুনে	বস্তুওঁনে
বাবূনে	বাবুওঁনে	বধূনে	বধুওঁনে

১। পুংলিঙ্গ একবচন আকার শব্দকে একার করিয়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া বিভক্তি যোগ করিতে হয় এবং বহুবচনে আকার লোপ পায়, 'ঈ' 'ই' এবং 'ঊ' 'উ' হয়। তাহার পর 'ওঁ' যোগ করিয়া বিভক্তি যোগ করিতে হয়।

২। স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচন শব্দে 'ঈ' 'ই' ও 'ঊ' 'উ' হয়। তাহার পর 'ওঁ' যোগ করিয়া বিভক্তি যোগ করিতে হয়।

ষষ্ঠ পাঠ

সর্ব্বনাম

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
উত্তম	মৈঁ	হম
মধ্যম	আপ	আপলোগ
	তুম	তুমলোগ
	তূ	
প্রথম	বুহ	বে
	য়হ	য়ে
	কৌন	কৌন
	জো	জো

বিভক্তি সহিত সর্ব্বনামের রূপ

উত্তম পুরুষ

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	মৈঁ, মৈনে	হম, হমনে
কর্ম-সম্প্রদান	মুঝকো অথবা মুঝে	হমকো অথবা হমে
করণ-অপাদান	মুঝসে	হমসে
সম্বন্ধ	মেরা, মেরে, মেরী*	হমারা, হমারে হমারী*
অধিকরণ	মুঝমেঁ, মুঝপর	হমমেঁ, হমপর

মধ্যম পুরুষ

কর্ত্তা	তূ, তূনে	তুম, তুমনে
কর্ম-সম্প্রদান	তুঝকো অথবা তুঝে	তুমকো অথবা তুম্হেঁ
করণ-অপাদান	তুঝসে	তুমসে
সম্বন্ধ	তেরা, তেরে, তেরী *	তুম্হারা, তুম্হারে, তুম্হারী
অধিকরণ	তুঝমেঁ, তুঝপর	তুমমেঁ, তুমপর

*কা, কে এবং কীর পরিবর্ত্তে রা, রে রী ব্যবহৃত হয়।

কর্ত্তা	আপ, আপনে	আপলোগ, আপলোগোঁনে
কর্ম-সম্প্রদান	,, কো	,, কো
করণ-অপাদান	,, সে	,, সে
সম্বন্ধ	,, কা,কে কী	,, কা,কে কী
অধিকরণ	,, মেঁ, পর	,, মেঁ, পর

তুমলোগের রূপও আপলোগের মত হইবে।

প্রথম পুরুষ

কর্ত্তা	বহ, উসনে	বে, উননে, উন্হোঁনে
কর্ম সম্প্রদান	,, কো অথবা উসে	,, কো, উন্হেঁ
করণ-অপাদান	,, সে	,, সে
সম্বন্ধ	,, কা,কে,কী,	,, কা, কে, কী
অধিকরণ	,, মেঁ, উসপর	,, মেঁ, উনপর

এইভাবে য়হ-য়ে 'ইস' এবং 'ইন', কৌন 'কিস' এবং 'কিন' এবং জো 'জিস' এবং 'জিন' রূপে বিভক্তি যোগ করিলে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

সপ্তম পাঠ

অনুজ্ঞা অনুরোধ

অনুরোধ বোধে আপ-আপলোগএর জন্য ক্রিয়ায় ইয়ে যোগ
,, ,, তুম-তুমলোগ ,, ,, ,, না ,,
আজ্ঞা অর্থে ,, ,, ,, ,, ,, ও ,,
,, ,, তু ,, ,, ক্রিয়ার মূলগত রূ

যথা :—

আপ—আপলোগ	জাইয়ে, খাইয়ে, কহিয়ে।
তুম—তুমলোগ	জানা, খানা, কহনা।
,, ,,	জাও, খাও, কহো।
তু	জা, খা, কহ।

ব্যতিক্রম :—

দে — দে + ও = দো — দে + ইয়ে = দীজিয়ে।

লে — লে + ও = লো — লে + ইয়ে = লীজিয়ে।

পী — পী + ও = পিও — পী + ইয়ে = পীজিয়ে।

কর — কর + ও = করো — কর + ইয়ে = কীজিয়ে।

অষ্টম পাঠ

সহায়ক ক্রিয়া

সাধারণতঃ প্রত্যেক কালেই মৌলিক ক্রিয়ার রূপের পর যোগ করা হয়।

হো—হওয়া

সর্ব্বনাম	বর্ত্তমান কালে	অতীত কালে		ভবিষ্যৎ কালে	
পুং + স্ত্রীং	পুং + স্ত্রীঃ	পুং	স্ত্রীং	পুং	স্ত্রীং
মৈঁ	হুঁ	থা	থী	হোউংগা,	হোউংগী
তূ, রহ	হৈ	,,	,,	হোগা,	হোগী
তুম*	হো	থে*	থী	হোগে,	
তুমলোগ	,,	,,	থীঁ	,,	
হম, আপ,*	হৈঁ*	,,*	,,*	হোংগে,*	হোংগী
আপলোগ	,,				
রে	,,				

নবম পাঠ

মৌলিক ক্রিয়ার প্রথম যোগ

কর্ত্তা—পুং	এক	—	তা
,,	বহু	—	তে*
স্ত্রী	এক-বহু	—	তী

*পুংলিঙ্গে আপ এবং তুম ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ একবচন সর্ব্বনাম হওয়া স্বত্বেও সব ক্ষেত্রে বহুবচন রূপ লইয়া থাকে।

মৌলিক ক্রিয়া—জা

(সামান্য বর্ত্তমান কাল—আমি যাই ইত্যাদি)

কর্ত্তা		ক্রিয়ার রূপ		সহায়ক ক্রিয়া	
পুং	স্ত্রীং	পুং	স্ত্রীং	পুং	স্ত্রীং
মৈঁ		জাতা	জাতী	হূঁ	
তূ, ৱহ		,,	,,	হৈ	
তুম, তুমলোগ		জাতে	,,	হো	
হম, আপ, আপলোগ, ৱে		,,	,,	হৈঁ	

(নিত্য-বৃত্ত অতীত কাল—আমি যাইতাম ইত্যাদি)

কর্ত্তা		ক্রিয়ার রূপ		সহায়ক ক্রিয়া	
পুং	স্ত্রীং	পুং	স্ত্রীং	পুং	স্ত্রীং
মৈঁ, তূ, ৱহ		জাতা	জাতী	থা	থী
তুম		জাতে	,,	থে	থী
হম, আপ, আপলোগ		,,	,,	,,	থীঁ
তুমলোগ, ৱে					

দশম পাঠ

মৌলিক ক্রিয়ার দ্বিতীয় যোগ

কর্ত্তা—	পুং	এক —	ক্রিয়ায়	রহা	যোগ
,,		বহু —	,,	রহে	,,
	স্ত্রীং	এক-বহু—	,,	রহী	,,

মৌলিক ক্রিয়া 'জা'

(ঘটমান বর্ত্তমান কাল—আমি যাইতেছি, ইত্যাদি)

কর্ত্তা		ক্রিয়ার রূপ		সহায়ক ক্রিয়া	
পুং	স্ত্রীং	পুং	স্ত্রীং	পুং	স্ত্রীং
মৈঁ		জারহা,	জারহী	হূঁ	
তূ, রহ		,,	,,	হৈ	
তুম, তুমলোগ		জারহে,	,,	হো	
হম,আপ,আপলোগ,রে		,,	,,	হৈঁ	

(ঘটমান অতীত কাল—আমি যাইতেছিলাম ইত্যাদি)

কর্ত্তা		ক্রিয়ার রূপ		সহায়ক ক্রিয়া	
পুং	স্ত্রীং	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রীং
মৈঁ,তূ,রহ		জারহা	জারহী	থা	থী
তুম		জারহে	,,	থে	,,
হম,আপ,আপলোগ তুমলোগ, রে		,,	,,	,,	থীঁ

একাদশ পাঠ

মৌলিক ক্রিয়ায় তৃতীয় যোগ

কর্ত্তা		পুং	স্ত্রীং
পুং স্ত্রীং			
মৈঁ		উংগা	উংগী
তুম, তুমলোগ		ওগে	ওগী
এতদ্ব্যতীত	একবচন	এগা	এগী
	বহুবচন	এংগে	এংগী

১। আকারান্ত মৌলিক ক্রিয়ায় 'এ'র পরিবর্ত্তে 'য়' অথবা 'রে' যোগ করা যাইতে পারে :—

আএগা	আয়গা	আরেগা
আএগী	আয়গী	আরেগী
আএংগে	আয়ংগে	আরেংগে
আএংগী	আয়ংগী	আরেংগী

ইত্যাদি।

২। তৃতীয় যোগান্তে সামান্য ভবিষ্যৎ কাল পাওয়া যায়। ইহার পর সহায়ক ক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই।

৩। 'লে' এবং 'দে'র একার বাদ দিয়া যোগ করিতে হয়—লূংগা, দূংগা, লেংগে, দেংগে, লোগে, দোগে ইত্যাদি।

৪। তৃতীয় যোগ হইতে গা, গে অথবা গী বাদ দিলে ক্রিয়ার সম্ভাবনা-সম্ভাব্য ভাব প্রকাশ পায়; ভবিষ্যতে করণীয় কার্য্যের ক্রিয়ার রূপ বর্ত্তমানে ব্যবহৃত করিলে বাক্যে 'যেন' শব্দ ব্যবহার করিলে অথবা বর্ত্তমানে প্রশ্নবাচক ক্রিয়ার রূপ পাইতে হইলে উপরোক্ত নিয়ম কার্য্যে আনা হয় :—

আমরা যাই ?—হম জাএঁ ? যেন আমরা সারাদিন ভাল কাজ করি—সারাদিন হম অচ্ছা কাম করেঁ। সে করুক— ৱহ করে

মৌলিক ক্রিয়া—জা

(সামান্য ভবিষ্যত কাল—আমি যাইব ইত্যাদি)

কর্ত্তা	ক্রিয়া	
পুং স্ত্রীং	পুং	স্ত্রীং
মৈঁ	জাউংগা	জাউংগী
তূ, ৱহ	জাএগা	জাএগী
তুম, তুমলোগ	জাওগে	জাওগী
হম, আপ, আপলোগ, ৱে	জাএংগে	জাএংগী

দ্বাদশ পাঠ

অতীত কালের রূপ

১। অকারান্ত ক্রিয়াকে আকারান্ত করিলে :—পঢ়—পঢ়া, লিখ—লিখা, উঠ—উঠা, বৈঠ—বৈঠা।

২। অন্যথা 'য়া' যোগ করিলে—আ—আয়া, খা—খায়া সো—সোয়া, রো—রোয়া।

৩। ব্যতিক্রম :—কর—কিয়া, জা—গয়া, লে—লিয়া, দে—দিয়া, হো—হুয়া এবং ঈকারান্ত ক্রিয়াকে ইকারান্ত করিয়া 'য়া' যোগ করিতে হয়।

৪। অকর্ম্মক ক্রিয়া হইলে কর্ত্তার লিঙ্গ বচনানুযায়ী রূপ পরিবর্ত্তিত হয় :—

পুং স্ত্রীং	পুং	স্ত্রীং
মৈঁ, তূ, রহ	উঠা	উঠী
তুম	উঠে	,,
হম, আপ, আপলোগ, তুমলোগ, রে	,,	উঠীঁ

৫। সকর্ম্মক ক্রিয়া হইলে কর্ত্তা 'নে' বিভক্তি লইয়া থাকে কর্ত্তার সহিত 'নে' বিভক্তি যোগ করিলে ক্রিয়ার রূপ সব ক্ষেত্রেই প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ একবচনের ন্যায় হইয়া থাকে কিন্তু কর্ম্ম উল্লিখিত হইলে কর্ম্মের লিঙ্গ বচনানুযায়ী ক্রিয়ার রূপ পরিবর্ত্তিত হয়।

কর্ত্তা	ক্রিয়া
পুং স্ত্রীং	পুং স্ত্রীং
মৈঁনে	খায়া
হমনে	,,
আপনে	,,
আপলোগোঁনে	,,
তুমনে	,,
তুমলোগোঁনে	,,
তূনে	,,
উসনে	,,
উন্‌হোঁনে	,,

কর্ত্তা	কর্ম্ম			
পুং স্ত্রীং		লিঙ্গ	বচন	ক্রিয়া
মৈঁনে	ঘোড়া	পুং	এক	খরীদা
,,	ঘোড়ে	,,	বহু	খরীদে
,,	ঘোড়ী	স্ত্রীং	এক	খরীদী
	ঘোড়িয়াঁ	,,	বহু	খরীদীঁ

দ্রষ্টব্য :—‘নে’ বিভক্তি সহ কর্ত্তা এবং ‘কো’ বিভক্তিসহ কর্ম্ম ব্যবহৃত হইলে কর্ত্তা এবং কর্ম্মের কোন প্রভাব ক্রিয়ার

উপর পড়ে না। সে ক্ষেত্রে ক্রিয়ার রূপ প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ একবচনের ন্যায় থাকে। যথা :—

মৈঁনে লড়কেকো দেখা, মৈঁনে লড়কোঁকো দেখা, মৈঁনে লতাকো দেখা এবং মৈঁনে লড়কিওঁকো দেখা।

বোলনা, ভূলনা, লানা, সমঝনা এই কয়টি ক্রিয়া সকর্ম্মক হওয়া সত্ত্বেও অতীত কালের রূপে ব্যবহৃত হইলে কর্ত্তা 'নে' বিভক্তি বিহীন ব্যবহার্য্য অর্থাৎ অকর্ম্মক ক্রিয়ার নিয়মানুযায়ী ক্রিয়ার রূপ কর্ত্তার লিঙ্গ বচনানুসারে পরিবর্ত্তিত করিতে হয় :—

মৈঁ বোলা, মৈঁ ভূলী, রহ লায়া, আপ সমঝীঁ ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ পাঠ

অতীত কালের অন্যান্য রূপ

১। অতীত কালের 'আ' অথবা 'য়া' যোগান্তে বর্ত্তমান সহকারী ক্রিয়া যোগ করিলে

পুং	স্ত্রীং
মৈঁ গয়া হূঁ	মৈঁ গয়ী হূঁ
আপ গয়ে হৈঁ	আপ গয়ী হৈঁ
রহ গয়া হৈ	রহ গয়ী হৈ

অর্থাৎ আমি গিয়াছি ইত্যাদি

কিন্তু সকর্ম্মক ক্রিয়া হইলে :—

পুং স্ত্রীং

মৈঁনে কিয়া হৈ

আপনে ,, ,, দ্বাদশ পাঠের পঞ্চম নিয়মানুসারে

উসনে ,, ,,

'কো' বিভক্তি বিহীন কর্ম্ম সহিত :—

মৈঁনে ঘোড়া খরীদা হৈ
,, ঘোড়ে খরীদে হৈঁ
,, ঘোড়ী খরীদী হে
,, ঘোড়িয়াঁ খরীদী হৈঁ
} দ্বাদশ পাঠের পঞ্চম নিয়মানুসারে

২। অতীত কালের 'আ' অথবা 'য়া' যোগান্তে অতীত সহকারী ক্রিয়া যোগ করিলে :—

পুং	স্ত্রীং
মৈঁ গয়া থা	মৈঁ গয়ী থী
আপ গয়ে থে	আপ গয়ী থীঁ
বহ গয়া থা	বহ গয়ী থী ইত্যাদি।

অর্থাৎ আমি গিয়াছিলাম ইত্যাদি।

কিন্তু সকর্ম্মক ক্রিয়া হইলে :—

পুং স্ত্রীং

মৈঁনে কিয়া থা

আপনে ,, ,,

উসনে ,, ,,

'কো' বিভক্তি বিহীন কর্ম্ম সহিত :—

মৈঁনে ঘোড়া খরীদা থা
,, ঘোড়ে খরীদে থে
,, ঘোড়ী খরীদী থী
,, ঘোড়িয়াঁ খরীদী থীঁ

৬। অনিশ্চিত অতীত কাল ব্যবহার করিতে হইলে অতীত কালের রূপের পর 'হো' সহায়ক ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কালের রূপ ব্যবহার করিতে হয়। অকর্ম্মক হইলে কর্ত্তার লিঙ্গ বচনানুযায়ী, সকর্ম্মক হইলে প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ একবচনানুসারে এবং 'কো' বিভক্তি বিহান কর্ম্ম থাকিলে কর্ম্মানুযায়ী ব্যবহার করিতে হয় :—

মৈঁ গয়া হূংগা	মৈঁ গয়ী হূংগী
আপ গয়ে হোংগে	আপ গয়ী হোংগী
বহ গয়া হোগা	বহ গয়ী হোগী

অর্থাৎ আমি গিয়ে থাকব ইত্যাদি।

মৈঁনে কিয়া হোগা	মৈঁনে ঘোড়া খরীদা হোগা
আপনে ,, ,,	,, ঘোড়ে খরীদে হোংগে
উসনে ,, ,,	,, ঘোড়ী খরীদী হোগী
	,, ঘোড়িয়াঁ খরীদী হোংগী

ইত্যাদি।

চতুর্দ্দশ পাঠ

অন্যান্য সহায়ক ক্রিয়া

নিম্নলিখিত সহায়ক ক্রিয়াগুলি মৌলিক ক্রিয়ার পর যোগ করিলে মৌলিক ক্রিয়ার কোন পরিবর্ত্তন হয় না এবং নিয়ম অনুসারে সহায়ক ক্রিয়াই পরিবর্ত্তিত হয়, তবে 'চাহ' যোগ করিলে 'না' এবং 'লগ' যোগ করিলে 'নে' মৌলিক ক্রিয়ায় যোগ করিতে হয় :—

সক, চুক, দে, পা, লগ এবং চাহ (মাংগ) ।
মৈঁ খা সকতা হূঁ—আমি খেতে পারি ।
আপ পড় চুকে—আপনি পড়ে ফেললেন (শেষ করা অর্থে)
বে চল দেতে হৈঁ—তিনি রওনা হয়ে যান ।
তুম জা পাতে হো ?—তুমি যেতে পাও ?
হম লিখনে লগীঁ—আমরা লিখতে আরম্ভ করলাম (লাগলাম)
গোপাল আনা চাহতা থা—গোপাল আসতে চাইছিল ।
রাধানে খানা মাংগা হৈ—রাধা খাবার চেয়েছে ।
ইত্যাদি ।

—:•:—

পঞ্চদশ পাঠ

শব্দাবলী

মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত নামগুলি বন্ধনীর মধ্যে ; হিন্দীতে বাংলায় ব্যবহৃত নামও চলে।

। সময় :—

সুবহ, সবেরা	সকাল
সাঁঝ, শাম	সন্ধ্যা
পাখ, পখরারা	পক্ষ
সুদী	শুক্লপক্ষ
বদী	কৃষ্ণপক্ষ
পুনো, পূর্ণমাসী	পূর্ণিমা
অমারস	অমাবস্যা
বরস, সাল	বছর, বর্ষ
শতী সদী	শতাব্দী শতক

। বার :—

ইতরার	রবিরার
(পীর)	সোমরার
গুরুরার (জমেরাত)	বৃহস্পতিরার
(জুমা)	শুক্রবার
সনীচর	শনিরার

৩। দিক্ :—

পূরব (মশরিক)	পূর্ব্ব
পচ্ছিম (মগরিব)	পশ্চিম
উত্তর (শিমাল)	উত্তর
দক্খিন, (জনূব)	দক্ষিণ

৪। মাস :—

চৈত	চৈত্র
বৈসাখ	বৈশাখ
জেঠ	জ্যৈষ্ঠ
অসাঢ়	আষাঢ়
সারন	শ্রাবণ
ভাদোঁ	ভাদ্র
কুআর	আশ্বিন
কাতিক	কার্ত্তিক

অগহন	অগ্রহায়ণ
পুস	পৌষ
মাহ	মাঘ
ফাগুন	ফাল্গুন

৫। খাদ্যদ্রব্য :—

রোটী	রুটী
কলেরা (নাশ্তা)	জলখাবার
মক্খন	মাখন
ছাছ, মট্ঠা	ঘোল
অনাজ	শস্য
মছলী	মাছ
পকরান	পক্কান্ন
চীনী, শক্কর	চিনি
তমাকু, তমাখূ তম্বাকু	তামাক
ব্যালু	রাত্রের আহার
মধ, শহদ	মধু

৬। মশলা :—

সোঁফ	মৌরী
অজওয়াইন	জোয়ান
অদরক	আদা
লহসন	রশুন
ইমলী	তেঁতুল
হলদী	হলুদ
নমক	লবণ
কালী মির্চ	গোলমরিচ
ধনিয়া	ধনে

৭। ফল, তরকারী :—

কেলা	কলা
জামুন	জাম
জৌ	যব
সৈম	সীম
বৈগন, ভাঁটা	বেগুন
গোভী	কফি
নারিযল	নারকেল
শরীফা	আতা
চনা	ছোলা
অংগূর	আঙ্গুর
অমরূদ	পেয়ারা
কটহল	কাঁঠাল
ভিণ্ডী	ঢেঁড়স
নীঁবু	লেবু

নারংগী, সন্তরা	কমলা	কমর ,,	কোমর
ছিলকা	খোসা	গর্দন ,,	ঘাড়
বের	কুল	নাক ,,	নাক
মূলী	মুলা	পূঁছ ,,	লেজ
ঈখ, গন্না	আখ	জীভ / জবান ,,	জিহ্বা
গেঁহূ	গম		
অনার	ডালিম	পসীনা	ঘাম

৮। শরীরাবয়ব :—

বাঁহ / বাজু (স্ত্রীং)	বাহু
পীঠ স্ত্রীং	পৃষ্ঠ
চোঁচ ,,	ঠোঁট (পাখীর)
খূন	হত্যা রক্ত
আঁখ ,,	চক্ষু
ভৌঁ ,,	ভ্রুকুটী
উংগলী ,,	আঙ্গুল
মাথা	কপাল
জী, দিল	হৃদয়
সাংগ	সিং
ঘুটনা	হাঁটু
গোদ (স্ত্রীং)	কোল
টাংগ ,,	পা

৯। পশু :—

জানবর	পশু
চীঁটী	পিঁপড়ে
রীছ, ভালু	ভালুক
চিড়িয়া (স্ত্রীং)	পাখী
ভৈঁস ,,	মহিষ
খটমল	ছারপোকা
মগর / ঘড়িয়াল	কুমীর
কৌআ	কাক
কোয়ল (স্ত্রীং)	কোকিল
হিরন	হরিণ
বতক	হাঁস
ফাখতা	ঘুঘু
মেঁঢক	ভেক

বকরী	ছাগল
ভেড়	ভেড়া
চূহা	ইঁদুর
ভেড়িয়া	নেকড়ে বাঘ
সিংহ, শের	সিংহ
বৈল	বলদ
লোমড়ী	খেঁক-শেয়াল
মক্‌খী	মাছি
কীড়া	পোকা
ছিপকলী	টিকটিকি
চীল (স্ত্রীং)	চিল
বন্দর	বাঁদর
লঙ্গুর	হনুমান
মচ্ছর	মশা
তোতা	টিয়া
মোর	ময়ূর
কবুতর	পায়রা
গৌরেয়া	চড়াই
মকড়ী	মাকড়সা
দীমক	উই
কচ্ছুআ	কাছিম
তিতলী	প্রজাপতি
গিলহরী	কাঠবেড়াল
টিড্‌ডী	পঙ্গপাল

১০। সম্বন্ধ :—

বাপ-দাদা	পূর্ব্বপুরুষ
বুআ, ফুফী	পিসিমা
তাঙু	জেঠামশায়
মৌসী	মাসিমা
মৌসা	মেসোমশায়
ভতীজা	ভাইপো
ভতীজী	ভাইঝি
ভাবী, ভারজ ভৌজাই, ভাভী	বৌদি
সমধী	বেয়াই
সাস	শ্বাশুড়ী
সস্তুর	শ্বশুর
দাদা	পিতামহ
নানা	মাতামহ
পতি, শৌহর খাবিন্দ	স্বামী
নাতেদার রিস্তেদার	আত্মীয়
জমাঈ, দামাদ	জামাই

১১। পেশা :—

নাঈ, হজাম	নাপিত
বঢ়ঈ	ছুতার
সুনার, সোনার	স্বর্ণকার
বৈদ্য, হকীম	কবিরাজ
লুহার, লোহার	কর্ম্মকার
মেহতর	মেথর
গড়রিয়া	মেষপালক
দর্জী	দরজী
গবৈয়া	গায়ক
রসোইয়া	পাচক
কিসান খেতিহর কাশ্‌তকার	চাষী
মনিহার	চুড়ীওয়ালা
ঠঠেরা	কাঁসারী
নৌকর, টহলুআ	চাকর
মছুয়া মছেরা	মৎসজীবী
পন্‌সারী	মশলাবিক্রেতা

১২। ঔষধ ও রোগ :—

দবা	ঔষধ
মরহম	মলম
পট্টী	ব্যাণ্ডেজ
দমা	হাঁপ
হৈজা	কলেরা
চেচক	বসন্ত
কোঢ়	কুষ্ঠ
টীস, কসক, দর্দ	ব্যথা
দস্ত	পেটের অসুখ
পেচিশ	আমাশয়
জুকাম	সর্দী
খাঁসী	কাসি
বীমারী, মর্জ	রোগ
বুখার	জ্বর
গঠিয়া	বাত
গশ	মূর্চ্ছা
লকবা	পক্ষাঘাত
তাউন	প্লেগ
ইলাজ	চিকিৎসা
ঘাব জখম	ক্ষত

১৩। বিশেষণ :—

কালা	কাল
নীলা	নীল

পীলা, জর্দ	হল্‌দে
হরা, সব্জ	সবুজ
লাল, সুর্খ	লাল
গুলাবী	গোলাপী
সফেদ	সাদা
ভূরা	বাদামী
কত্থই	খয়েরী
অচ্ছা	ভাল
বুরা খরাব	খারাপ
বড়া	বড়
ছোটা	ছোট
মীঠা	মিষ্ট
কড়ুয়া	তিক্ত
ঠণ্ডা	ঠাণ্ডা
তেজ	তীক্ষ্ন ধারাল দ্রুত
মুলায়ম	নরম
খূবসূরত	সুন্দর
সুস্ত	কুঁড়ে
উম্‌দা	উত্তম
অক্লমন্দ	বুদ্ধিমান

১৪ :—সাধারণ প্রয়োজনীয় শব্দ :—

ক্যা	কি
কোঁ	কেন
কৌন	কে
কব	কখন
জব	যখন
অব	এখন
কৈসে	কেমন
য়হাঁ	এখানে
কহাঁ	কোথায়
জহাঁ	যেখানে
কল	কাল
পরসোঁ	পরশু
কুছ	কিছু
হমেশা, সদা	সর্ব্বদা
পাস্‌, নজদীক	কাছে
সিবা	ছাড়া
বারে মেঁ	বিষয়ে
কাফী	যথেষ্ট
অক্‌সর	প্রায়
জ্যাদা	বেশী

বিলকুল — একদম একেবারে

জিতনা — যত

ইতনা — এত

কিতনা — কত

উতনা — অত, তত

বজহ — হেতু, দরুণ কারণ

১৫। ক্রিয়া ঃ—

আনা — আসা

জানা — যাওয়া

খানা — খাওয়া

লানা — আনা

লেনা — নেওয়া

দেনা — দেওয়া

পীনা — পানকরা

সীনা — সেলাই করা

হোনা — হওয়া

পানা — পাওয়া

সোয়া — ঘুমান

জীনা — বেঁচে থাকা

রোনা — কাঁদা

বোনা — বপন করা

গানা — গাওয়া

মারনা — মারা

ফাড়না — ছেঁড়া

তোড়না — ভাঙ্গা

চঢ়না — ওঠা, চড়া চাপা

সুলানা — ঘুম পাড়ান

চিল্লানা — চেঁচান

তৈরনা — সাঁতার দেওয়া

উগনা — জন্মান

চুগনা — ঠুকরে খাওয়া

চুননা — বাছা

খিলানা — খাওয়ান

সুনানা — শোনান

লিখানা — লেখান

লিখনা — লেখা

পঢ়ানা — পড়ান

পঢ়না — পড়া

সীখনা — শেখা

লেটনা — শোয়া

মরনা — মরা

কাতনা — সূতা কাটা

কাটনা	কাটা
রুকনা	থামা
রোকনা	থামান
লগনা	লাগা
উঠনা	ওঠা
বৈঠনা	বসা
সুননা	শোনা
বোলনা কহনা	বলা
চলনা	চলা
জাননা	জানা
জাগনা	জাগা
চাহনা	চাওয়া
বেচনা	বিক্রী করা
ভেজনা	পাঠান
পূছনা	জিজ্ঞাসা করা
সোচনা	ভাবা
বুলানা	ডাকা
নাচনা	নাচা
মিলনা	পাওয়া
নহানা	স্নান করা
বজনা	বাজা
জীতনা	জয় করা
ভাগনা	পালান
উড়না	ওড়া
গিরনা	পড়ে যাওয়া
জলনা	জ্বলা, পোড়া
ডরনা	ভয় করা
দৌড়না	দৌড়না
খোলনা	খোলা
টূটনা	ভাঙ্গা
ডূবনা	ডুবে যাওয়া
পহননা	পরিধান করা
পহুঁচনা	পৌঁছান
বিগড়না	নষ্ট হয়ে যাওয়া
বিগাড়না	নষ্ট করে দেওয়া
নিকলনা	বাহির হওয়া
নিকালনা	বাহির করা
সমঝনা	বোঝা
সমঝানা	বোঝান

১৬। সংস্কৃত শব্দের হিন্দী-বাঙ্গলায় অর্থ-ভিন্নতা—

অভিমান	গর্ব্ব
অপেক্ষা	তুলনায়
অবসর	সুযোগ

আদর	সম্মান
তথা	এবং
নিশ্চিত	স্থিরীকৃত (বিশেষণ)
চমৎকার	আশ্চর্য্য (বিশেষ্য)
প্রবন্ধ	ব্যবস্থা
প্রতীক্ষা	অপেক্ষা
যত্ন	উপায়
মহত্ব	গুরুত্ব
সামান্য	সাধারণ
স্বতন্ত্র	স্বাধীন
সন্দেশ	সংবাদ
ভেদ	রহস্য

১৭। আরবী-ফারসী শব্দের হিন্দী-বাঙ্গলায় অর্থ-ভিন্নতা

আপস	পরস্পর
তেজ	ধারাল, দ্রুত
নিহায়ত	অত্যধিক
মজা	আনন্দ
ফসাদ	ঝগড়া
মতলব	অভিপ্রায়
ফাজিল	পণ্ডিত
লায়ক	যোগ্য

১৮। প্রচলিত অশুদ্ধ বানানের শুদ্ধ বানান—

কেতাব	কিতাব
বহি	বহী
নেহী	নহীঁ
লেড়কা	লড়কা
তিন	তীন
ঠিক	ঠীক
দুধ	দূধ
ভুল	ভূল
স্কুল	স্কূল
মাষ্টার	মাস্টর
চামড়া	চমড়া
কাপড়	কপড়া
পিননা	পহননা
সাফা	সফা (পাতা) সাফ (পরিষ্কার) সাফা (পাগড়ী)
ষ্টেশন	সেট্‌শন
বুড়া	বূঢ়া
লোক	লোগ

অনুশীলনী

১। বচন পরিবর্ত্তন :–

(অ) ঘোড়া, আঁখ, বাত, আদমী, নেতা, মালা, নদী, নগর, পতা, কান, রাজা, সিপাহী, ভাষা, ইমারত, চক্কী।

(আ) কোঁএনে, আদমীমেঁ, টোপীকা, শাখাপর, বাবূকো।

২। অনুবাদ করণ :—

(অ) দেশের অবস্থা, চাঁদের আলো, রামের আংটী, টাকার থলে, স্কুলের বড় মেয়েরা, তাহার কাল বাছুরটী, আপনার দেশের লোক, মাধবীর ছোট ছেলেমেয়েরা, তোমার দামী ঘড়িটী, রামের ছোট বোনেরা।

(আ) তুমি হও, সে ছিল, আপনি আছেন, আমি (স্ত্রী) ছিলাম, তুমি হবে, আমরা হই, তাহারা (স্ত্রী) ছিল, আমি হব, সে হয়, আমরা ছিলাম, তুমি খাও, সে (স্ত্রী) যায়, আমরা স্নান করি, তোমরা লেখ, তোমার ভাই অসুস্থ, তাহারা বুদ্ধিমান লোক, সে মাঠে খেলে, আমরা দ্রুত দৌড়াই, তুমি সুন্দর গল্প বল, আপনি বই লেখেন।

(ই) তোমার ছোট বোন স্কুলে পড়ে, নারায়ণের গরুটী দশ সের দুধ দেয়, বইয়ের পাঠগুলি কঠিন, শহরের লোকেরা খুব চালাক, আপনার ভাইয়েরা কি কাজ করে? বাবার ছড়িটি খুব দামী, তুই এই কাজটা করিস্, আজকের

খবর কাগজটা পড়ুন, এই বইটি নিন, গোপালের মিষ্টি কথাগুলি খুব ভাল লাগে, দোকানের সস্তা খেলনা কিনিওনা। আমার বইগুলি কোথায় ? আপনি কোথায় যান ? সে কোথা হইতে আসে ? বাজারে ফল পাওয়া যায় না।

(ঈ) সে (স্ত্রী) এখানে আসিতেছে, আমি চিঠি লিখিতেছি, তুমি রুটি খাইতেছ, তাহারা হিন্দী শিখিতেছে, আপনি আম কাটিতেছেন, সে চেষ্টা করিতেছে, আগুন জ্বলিতেছিল চাকরটা কাজ করিতেছিল, তাহারা নদীতে সাঁতার দিতেছিল, ছেলেরা গোলমাল করিতেছিল, নদী বহিতেছিল সে ভাল সাড়ী কিনিতেছিল, বৃষ্টি পড়িতেছিল, রাধা দরজা বন্ধ করিতেছিল, তুমি কেন হাসিতেছিলে ?

(উ) আমি কিনিব, সে যাইবে, তাহারা (স্ত্রী) জিজ্ঞাসা করিবে, বৃষ্টি কখন থামিবে ? আমরা শীঘ্রই ফিরিব, সেখানে কে ছিল ? সকলে সুখী ছিল, ঘরের মধ্যে কে আছে ? সে (স্ত্রী) কেন বাহিরে যাইতেছে ? তুমি কি বন্ধুর সাথে যাইবে ? ষ্টেশনের কাছে তাহার বাড়ী, সে শীঘ্রই বাড়ী ফিরিবে, স্কুলের সামনে আমাদের বাড়ী, তোমার ভাইয়ের নাম কি ? আপনি আজ আমাদের বাড়ী যাইবেন।

(ঊ) সীতা বসিল, আমি চলিলাম, আপনি লিখিলেন, সুধা বলিল, তুমি চিঠি লিখিলে, তিনি অনেকগুলি

কাজ করিলেন, চোরেরা পলাইয়াছে, আপনি (স্ত্রী) আনিয়াছেন, আমি গিয়াছিলাম, ট্রেনটি ছাড়িয়াছিল, তিনি লইয়াছেন, আমি পড়িয়াছি, কৌশল্যা কিনিয়াছিল, তোমরা রাষ্ট্রভাষা শিখিয়াছ, সে কবিতাটি পড়িয়াছিল।

(ঋ) সে (স্ত্রী) এখানে আসিতে থাকিবে, আপনি কি বই পড়িতে থাকিবেন? তুমি চিঠি লিখিতে থাকিবে, তাহারা কাঁদিতে থাকিবে, আমরা এই কাজটি করিতে পারি, তোমরা আমার কথা শুনিতে পার, আপনারা নিজে চিঠি লিখতে পারেন, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, পছন্দ না হলে ফেরৎ দিক।